নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি)

নোয়াখালী-৩৮১৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিবারিক বাসা (অস্থায়ী) বরাদ্দ নীতিমালা

(বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৬ (১) (ঘ) ধারা অনুযায়ী)

ধারা-১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-** এই নীতিমালা "বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিবারিক বাসা বরাদ্দ নীতিমালা- ২০২২" নামে অবহিত হবে।

ধারা-২। **সংজ্ঞা-** এ নীতিমালার বিষয়ের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালা বর্ণিত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে-

(ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাবে;

(খ) "বাসা" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পারিবারিক অস্থায়ী বাসস্থান বুঝাবে;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কে বুঝাবে;

(ঘ) "পরিবার" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর স্বামী, স্ত্রী, সন্তানকে বুঝাবে এবং পিতা-মাতা, বোন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই (প্রতিবন্ধী) অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তারা তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়;

(ঙ) "জ্যেষ্ঠতা" এই নীতিমালা অনুসারে বাসা বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা বুঝাবে;

(ঙ) "শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বুঝাবে।

ধারা-৩। **বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ**

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম-'ক' পূরণ করে বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব এর নিকট জমা দিতে হবে।

খ) নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর ফরমের তথ্য সংস্থাপন ও হিসাব পরিচালকের দপ্তর এর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই এর পর বাসা বরাদ্দ কমিটির সভা আহবান করা হবে। সভায় কমিটির সদস্য-সচিব একদিকে বরাদ্দযোগ্য বাসার তালিকা এবং অন্যদিকে প্রতিটি শ্রেণীর আবেদনকারীদের অর্জিত পয়েন্টের তালিকা (অর্জিত পয়েন্ট নিম্নগামী ক্রমে সাজানো) আলাদাভাবে উপস্থাপন করবেন।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বাসস্থান একমাত্র আবেদনকারীর অর্জিত পয়েন্ট ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দের সুপারিশ করবেন এবং অবশিষ্টদেরকে অপেক্ষমান তালিকায় রাখবেন।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার মহোদয়ের ক্ষেত্রে উপ-ধারা-০৩ প্রযোজ্য হবে না। প্রাধিকার অনুযায়ী তাঁরা বাসা বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ঙ) একই শ্রেণীর আবেদনকারীর অর্জিত পয়েন্ট সমান হলে সে ক্ষেত্রে তিনি জ্যেষ্ঠতা অনুয়ায়ী অগ্রাধিকার পাবেন।

চ) কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে চাকরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় (যাদের ক্যাম্পাসে বসবাস করা বা থাকা অত্যাবশ্যক) বিশেষ অবস্থায় ঐ পদে কর্মরত ব্যক্তির জন্য বাসা বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়ে বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন।

ছ) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীজীবি হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়ে বসবাস করেন, তাহা হলে তাহাদের মধ্যে যাহার নামে বাসা বরাদ্দ আছে তিনি যদি অবসর গ্রহন/মৃত্যুবরণ করেন তবে অপরজন বাসার শ্রেণী অনুযায়ী মূল বেতনের নিরিখে একটি বাসা বরাদ্দ পাইবার অধিকারী হবেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁকে ০৩(তিন) মাসের মধ্যে বাসা বরাদ্দ কমিটির নিকট আবেদন করতে হবে এবং তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে বাসা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

জ) বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা শ্রেণী ছাড়া নিম্ন বেতন স্কেলের আবেদনকারীকে উচ্চশ্রেণীর বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে যদি ঐ শ্রেণীর বাসার জন্য কোন আবেদনকারী না থাকে এবং দীর্ঘ দিন বাসা খালি অবস্থায় থাকে। তবে শর্ত থাকে যে,

(১) শিক্ষক/ কর্মকর্তাদের জন্য শ্রেণীভূক্ত বাসা কেবল শিক্ষক/কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং কর্মচারীদের জন্য শ্রেণীভূক্ত বাসা কেবল কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(২) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত শ্রেণীভূক্ত বাসার চেয়ে এক ধাপ উপরের শ্রেণীর বাসার জন্য আবেদন করতে পারবেন, যদি তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসা খালি না থাকে।

ঝ) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসার চেয়ে সর্বনিম্ন এক ধাপ নিম্নশ্রেণীর বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি তার প্রাপ্যতা শ্রেণিভুক্ত কোন বাসা খালি না থাকে।

ঞ) বাসা বদলের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অনধিক দুইবার পর্যন্ত বাসা পরিবর্তন করা যাবে।

ধারা-৪। ক) বিদ্যমান বাসার শ্রেণী বিন্যাসঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি নির্মিত বাসাসমূহ যথাক্রমে- হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স, শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স, কর্মচারী কোয়ার্টার্স সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের আওতাধীন আবাসন সমূহের আয়তন অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। তাই সরকারি নিয়মানুযায়ী জাতীয় বেতন বিন্যাসের স্তরের বিপরীতে প্রাপ্য ফ্ল্যাট/বাসার আয়তন নির্মিত বাসা সমূহে কম আছে। এমতাবস্থায় বিদ্যমান আবাসিক বাসাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস এবং কোন শেণীর চাকরীজীবি কোন শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির অধিকারী হবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

বাসার শ্রেণী	বিদ্যমান বাসার আয়তন ও ফ্ল্যাট সংখ্যা	ভবনসমূহ	প্রাপ্যতা	বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড
সুপিরিয়র-০১	-	ভাইস-চ্যান্সেলর ভবন	ভাইস-চ্যান্সেলর	-
সুপিরিয়র-০২	-	প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ভবন	প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর	-
সুপিরিয়র-০৩	-	ট্রেজারার ভবন	ট্রেজারার	-
"এ" টাইপ (ইউনিট-এ)	১৮৮৬ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৬৯৪ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৯টি	হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স	অধ্যাপক (০১ ও ০২নং গ্রেড), প্রক্টর ও প্রভোস্ট	-
"বি" টাইপ (ইউনিট-বি এবং সি)	১০৪৯ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৮৫৭ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স	সহকারী প্রক্টর ও সহকারী প্রভোস্ট	-
"সি" টাইপ (ইউনিট-এ,বি,সি,ডি)	১৫৩০ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৩৫৮ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৩৬ টি	শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স	অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক (ইউনিট "এ" এবং "বি"-১৮টি ফ্ল্যাট)	০৩ থেকে ০৫ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষক
			১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (ইউনিট "সি" এবং "ডি"-১৮টি ফ্ল্যাট)	০১ থেকে ০৫ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা
"ডি" টাইপ (ইউনিট-ই,এফ,জি,এইচ)	১৪৭২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ১৩০৫ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-৩৬ টি	শিক্ষক-কর্মকর্তা কোয়ার্টার্স	সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক (ইউনিট "ই" এবং "এফ"-১৮টি ফ্ল্যাট)	০৬ থেকে ০৯ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষক
			১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা (ইউনিট "জি" এবং "এইচ"--১৮টি ফ্ল্যাট)	০৬ থেকে ১০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা
"ই" টাইপ (ইউনিট-এ,বি)	৭৭০ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৬২১ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১১-১৫ গ্রেড পর্যন্ত
"এফ" টাইপ (ইউনিট-ই, এফ)	৬৭২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৫২৩ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৬ থেকে ১৮ গ্রেড পর্যন্ত
"জি" টাইপ (ইউনিট-সি, ডি)	৬১২ ব:ফু: (মেঝের আয়তন ৪৬৩ ব:ফু:) ফ্ল্যাট-১৮টি	কর্মচারী কোয়ার্টার্স	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৯ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত

৪.খ) অর্জিত পয়েন্ট গণনা পদ্ধতি:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসস্থান বরাদ্দ পাইতে আগ্রহী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের স্ব-স্ব শ্রেণীর জন্য অনুসৃত নিম্নবর্ণিত নিয়মে একটি নির্ধারিত তারিখের (সভার তারিখ) অর্জিত মোট পয়েন্ট গণনা করতে হবে।

$$\text{এন} = \frac{\text{এস}}{১০০} + \frac{\text{টি}}{১০} + \text{এম}$$

ব্যাখ্যাঃ

এন = নির্ধারিত তারিখের মোট অর্জিত পয়েন্ট।

এস = নির্ধারিত তারিখের প্রাপ্ত মূল বেতন।

টি = শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারা- ০৭ অনুযায়ী মোট চাকুরীকালের মাস। (ভগ্নাংশ মাসকে পুরো মাস হিসাবে গণনা করতে হবে)

এম = বৈবাহিক অবস্থা বিবাহিত আবেদনকারীদের জন্য ০৫ (পাঁচ) পয়েন্ট এবং অবিবাহিত আবেদনকারীদের জন্য ০২ (দুই) পয়েন্ট।

উদাহরণ: একজন ৯ম গ্রেডের শিক্ষক/কর্মকর্তার ০২ বছর ০৬ মাস (৩০ মাস) পর মূল বেতন হবে ২৫,৪৮০ টাকা। তখন তার অর্জিত পয়েন্ট হবে নিম্নরূপ-

$$\text{এন} = \frac{25,480}{100} + \frac{30}{10} + 2 \text{ (অবিবাহিত)} = 254.80 + 3 + 2 = 259.80 \text{ পয়েন্ট।}$$

ধারা-৫। বাসা বরাদ্দ কমিটি গঠন ও তাঁর দায়িত্ব ঃ

ক) বাসা বরাদ্দের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি কাজ করবে যা উপধারা-'জ' কর্তৃক গঠিত হবে।

খ) বাসা বরাদ্দ কমিটির মেয়াদ দুই বছর হবে।

গ) বাসা বরাদ্দ কমিটি আবেদন প্রাপ্তি এবং বাসা খালি সাপেক্ষে প্রতি ত্রৈমাসিক সভায় মিলিত হবেন।

ঘ) যদি একাধিক আবেদনপত্র না থাকে এবং বাসা খালি থাকে তা হলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বাসার শ্রেণীর প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

ঙ) কমিটি এই নীতিমালা অনুযায়ী অর্জিত পয়েন্ট গণনা করে সভায় উপস্থাপন করবেন।

চ) বাসা বরাদ্দ কমিটি এই নীতিমালা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের সুপারিশ করবেন।

ছ) কমিটি প্রতি সভায় প্রকৃত অবস্থানকারীর সত্যতা যাচাই করবেন এবং কোনরূপ ব্যত্যয় থাকিলে তাদের নাম কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন।

জ) "বাসা বরাদ্দ কমিটি" নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে।

১। সভাপতি ঃ জ্যেষ্ঠ ডীন (মেয়াদকাল)।

২। সদস্য ঃ (ক) সভাপতি, শিক্ষক সমিতি।

(খ) সভাপতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন।

(গ) জ্যেষ্ঠ নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)।

৩। সদস্য-সচিব ঃ ডেপুটি রেজিস্ট্রার, এস্টেট এন্ড হাউজিং শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর।

ধারা-৬। জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ঃ

ক) গ্রেড অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

খ) যদি একাধিক আবেদনকারীর বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ একই হয় সেক্ষেত্রে পূর্বের পদের যোগদানের তারিখকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে।

গ) একাধিক আবেদনকারীর নিম্নপদগুলোতে ধারাবাহিক নিয়োগের তারিখ একই হলে সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের চাকরীর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। চাকরীর দৈর্ঘ্য হিসাবের জন্য ধারা-৭ এ বিবৃত আছে।

ঘ) যদি একাধিক আবেদনকারীর চাকুরীর দৈর্ঘ্য একই হয় সেক্ষেত্রে যিনি উচ্চতর বেতন গ্রহণ করেন তিনি জ্যেষ্ঠতর বিবেচিত হবেন।

ঙ) চাকরীর দৈর্ঘ্য এবং বেতন সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

চ) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

ধারা-৭। চাকরীর দৈর্ঘ্যে হিসাব নিরুপন ঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পেনশনযোগ্য অতীত চাকরীকালসহ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মোট চাকরীকাল গণনা করতে হবে।

(খ) যে সকল আবেদনকারী ইতোপূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে পেনশন যোগ্য চাকরী করেছেন এবং তাঁর ঐ চাকরীকে উচ্চতর পদের যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়োগদান করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তাকে উচ্চতর পদের যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন কালকে চাকরীকাল হিসাবে গণ্য করে চাকরীর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হবে।

ধারা-৮ ক)। বাসা বরাদ্দ প্রদান ঃ

জমাকৃত আবেদন পত্রসমূহ এবং অপেক্ষমান তালিকা কমিটি সভার তারিখে পর্যালোচনা করে নীতিমালা অনুযায়ী অর্জিত পয়েন্টের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দপ্তর হতে বাসা বরাদ্দের অফিস আদেশ প্রদান করা হবে।

ধারা-৮ খ)। বাসা বরাদ্দ প্রদান (হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স) ঃ

১) প্রক্টর, প্রভোস্ট, সহকারী প্রক্টর ও সহকারী প্রভোস্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ প্রাপ্য শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ প্রদানের জন্য ফরম-'ক' এ আবেদন করবেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বাসা বরাদ্দ কমিটি আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে দায়িত্ব থাকাকালীন সময় পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দপ্তর হতে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করা হবে।

২) দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর কমপক্ষে ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট বাসা বরাদ্দ বাতিল ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী নতুন বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করবেন।

৩) তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলের পর তিনি ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট বাসার দখল বুঝিয়ে দিবেন এবং বাসা খালি থাকা সাপেক্ষে নতুন বরাদ্দকৃত বাসায় স্থানান্তরিত হবেন।

৪) হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট কোয়ার্টার্স এর বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলের পর তিনি তাঁর প্রাপ্য শ্রেণী অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের জন্য বাসা বরাদ্দ কমিটির নিকট আবেদন করবেন এবং কমিটি তাঁকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন।

ধারা-৯। বাসার দখল গ্রহণ ঃ

বাসা বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব এর নিকট হতে বরাদ্দ গ্রহীতা বাসার দখল বুঝে নিবেন এবং পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দফতরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সহযোগিতায় বাসার সকল সরঞ্জামাদি এবং ফিটিংস বুঝে পাওয়ার পর নির্দিষ্ট ফরম (অঙ্গীকারনামা) পূরণ করে জমা দিবেন। বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বুঝে নিতে ব্যর্থ হলে ৮ম দিন বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-১০। বাসার দখল হস্তান্তর ঃ

(ক) বাসা বাতিল করতে হলে কমপক্ষে ৭ (সাত) কর্ম দিবস পূর্বে রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে।

(খ) কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্রটি বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতির নিকট বাসাটির দখল হস্তান্তর বুঝে নেওয়ার জন্য প্রেরণ করবেন।

(গ) বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস-সচিবের নিকট বাসার দখল বুঝিয়ে দিবেন।

(ঘ) বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিবের মাধ্যমে বাসাটি বুঝিয়ে দেয়ার পর কর্তৃপক্ষ বাসাটির বরাদ্দ বাতিল চুড়ান্ত করবেন।

ধারা-১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ বাতিলকরণ ঃ

(ক) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত বাসা অন্য কারো কাছে বরাদ্দ হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর বা তাঁর পরিবার তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসায় সাধারণভাবে বসবাস না করেন, তা হলে উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হবে।

(খ) একজন বরাদ্দ গ্রহীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন। যদি তাঁর আচরণ বা তাঁর পরিবার কোন সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন বা তাঁকে অন্য কোন বাসায় স্থানান্তর করতে পারবেন।

(গ) বরাদ্দ গ্রহীতা গৃহপালিত পশু (গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, হরিণ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি) বা কোন পাখি পালন করতে পারবেন না। এই আইন অমান্য করলে কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়া উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

ধারা-১২। সমঝোতামূলক বদল ঃ

দু'জন বরাদ্দ গ্রহীতা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বাসা বদল করতে পারবেন না; বদল করা হলে নিয়ম ভঙ্গের কারণে উভয়ের নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলযোগ্য হবে।

ধারা-১৩। সাবলেটিং ঃ

ক) বরাদ্দ গ্রহীতা নিজে অবস্থান করিবেন। বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।

খ) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট প্রদান করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন এবং উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আচরণ বিধিমালার আওতায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

গ) ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে সাবলেট প্রদানের দায়ে দোষী কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা প্রত্যর্পনের তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ধারা-১৪। অনুমোদন ব্যতিত বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন ঃ

কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজ নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসায় কোন পরিবর্তন সাধন করলে অথবা এতে কোন নতুন কাঠামো তৈরী বা স্থাপন করলে অথবা এর কোন অংশ ভেঙ্গে ফেললে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণ কর্তৃপক্ষ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে তাঁর বেতন বিল/অবসর ভাতা/সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে উক্ত অর্থ কর্তন করতে পারবেন।

ধারা-১৫। ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক/কর্মকর্তার বাসা দখলে রাখা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ডেপুটেশনে (প্রেষণে) থাকলে তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত দখলে রাখতে পারবেন। অবশ্য পরিবারকে রাখতে বাধ্য হলে বা ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া অথবা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন ।

ধারা-১৬। লিয়েনে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তার বাসা প্রাপ্তি ঃ

লিয়েনে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা ৬ (ছয়) মাস দখলে রাখতে পারবেন। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৭। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বাসা দখলে রাখা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর পি.আর.এল সমাপ্তের পর হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৩ (তিন) মাস বাসা দখলে রাখতে পারবেন। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ০৬ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। অবসরে যাওয়ার পূর্বে যে শ্রেণীর বাসায় যে হারে বাসা ভাড়া কর্তন করা হতো উক্ত সময়ে তিনি সে হারের দ্বিগুন বাসা ভাড়া পরিশোধ করবেন। তা না হলে উক্ত ভাড়ার টাকা তাঁর অবসর ভাতা / সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে।

ধারা-১৮। শিক্ষা ছুটিতে গমনকারীর পক্ষে বাসা দখলে রাখা ঃ

শিক্ষা ছুটিতে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ছুটিতে গমনের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। অবশ্য তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার/পারিবারিক কারণে বরাদ্দ বহাল রাখা একান্ত আবশ্যকীয় প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাসা দখলে রাখতে পারবেন। উক্ত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল কর্তন করা হবে। অবশ্য বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষায় গমন করে উক্ত সময়ে জন্য বাসা দখলে রাখলে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৯। পদত্যাগ/অপসারণ/চাকরীচ্যুতি ইত্যাদি কারণে বাসা দখলে রাখা ঃ

বরাদ্দ গ্রহীতার চাকরী হতে পদত্যাগ, অপসারণ, চাকরীচ্যুত, এরূপ ঘটনার দুই মাসের মধ্যে বাসার দখল হস্তান্তর করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ২ (দুই) মাসের জন্য পদত্যাগ, অপসারণ বা চাকরীচ্যুতির পূর্ব মাসের বাসা ভাড়ার সমপরিমান টাকা প্রত্যেক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী হিসাব পরিচালক দফতরে অগ্রিম জমা দিবেন।

কোন বরাদ্দ গ্রহীতা, চাকরি হতে অপসারিত, চাকরীচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক চাকরি হতে অপসারিত, চাকরীচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা ছয় মাস, দুয়ের মধ্যে যা কম, উক্ত সময় পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পারবেন।

ধারা-২০। চাকরীরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে বাসা দখলে রাখা ঃ

বরাদ্দ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে, সাধারণ ভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বরাদ্দ গ্রহীতার বিধবা স্ত্রী বাসা খালি করে দিবেন। যদি মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান রেখে যান এবং তাদের নিজস্ব কোন পর্যাপ্ত আয়ের উৎস না থাকে, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বাসা দখল রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বাসার ভাড়া, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, গ্যাস ইত্যাদির বিল উক্ত পরিবার পরিশোধ করবেন। তবে প্রয়োজনে উক্ত পরিবারকে স্বল্প পরিসরের বাসায় স্থানান্তরের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে পূর্ব হতে একই বাসায় যৌথ পরিবার হিসেবে বসবাসকারী মৃতের পিতার বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিত কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূলে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীজীবি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

ধারা-২১। মেডিকেল ছুটি/অর্জিত ছুটি/সাবাটিক্যাল/বিশেষ ছুটিতে থাকাকালীন বাসা দখলে রাখা ঃ

মেডিকেল ছুটি/অর্জিত ছুটি/ সাবাটিক্যাল/বিশেষ ছুটি প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসা তাঁর পরিবার বসবাস করার শর্তে তিনি বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসাটি ছুটিকালীন সময়ের জন্য নিজ দখলে রাখতে পারবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া কর্তন করা হবে।

ধারা-২২। শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/ মেডিকেল ছুটি থাকা অবস্থায় বাসা বরাদ্দের আবেদন ঃ

শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/ মেডিকেল ছুটি -এ থাকা অবস্থায় কেউ বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। তবে ছুটি শেষে যোগদান মাসের পূর্ব মাসে আবেদন করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যোগদানের মাসে যোগদান না করলে বাসা বরাদ্দের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা- ২৩ বিনা বেতনে ছুটি/ সাময়িক বরাখাস্ত থাকাকালীন বাসা দখলে রাখা ঃ

ক) বরাদ্দ গ্রহীতা যদি বিনা বেতনে/সাময়িক বরখাস্ত থাকে সেক্ষেত্রে তিনি বিনা বেতনে/সাময়িক বরখাস্ত থাকার পূর্ব মাসের বাসা ভাড়ার সমপরিমান টাকা প্রত্যেক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী হিসাব পরিচালক দফতরে অগ্রিম জমা দিবেন এবং নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ইউটিলিটিস বিল পরিশোধ করবেন।

খ) বরাদ্দ গ্রহীতা যদি বিনা বেতনে/সাময়িক বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়ার পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পারবেন।

ধারা-২৪। বাসা ভাড়া কর্তন ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাসস্থান প্রাপ্য হন সে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে বাসা ভাড়া কর্তনের হার নিম্নরূপ হবে-

ক) যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নামে বাসা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাঁদের বেতন বিল হতে নির্ধারিত হারে বা সময় সময় জারিকৃত সরকারি বিধি অনুযায়ী মাসিক বেতন বিল থেকে বাড়ি ভাড়া কর্তন করা হবে।

খ) উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ের বরাদ্দকৃত বাসার বাড়ি ভাড়া সরকারি বিধি অনুযায়ী মাসিক বেতন বিল থেকে কর্তন করা হবে।

গ) বাসা বরাদ্দের আদেশ মাসের ১ম তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং বাসা বরাদ্দের আদেশ বিবেচনা করে বাড়ি ভাড়া কর্তন করা হবে।

ঘ) অনুমোদন ব্যতিত যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাসায় অবস্থান করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি ভাড়া আদায় করতে হবে।

ঙ) শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/মেডিকেল ছুটি/অন্যান্য বিশেষ ছুটিতে থাকাকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষে কে ভাড়া পরিশোধ করিবে (নিজে অথবা মনোনীত প্রতিনিধি) তাহা বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করতে হবে। উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্বয়ং অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। একাদিক্রমে ৬ (ছয়) মাস ভাড়া ও ইউটিলিটিস বিল অনাদায়ী থাকলে কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসা বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

চ) বরাদ্দকৃত বাসা/ফ্ল্যাটের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিলসহ অন্যান্য সকল ইউটিলিটিস বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। উক্ত বিল পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দফতর (ডিপিডি) কর্তৃক প্রস্তুত পূর্বক বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট বিল প্রেরণ করবেন। তাঁরা উক্ত বিল বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করে জমার প্রমাণক ডিপিডি অফিসে প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে ডিপিডি অফিস প্রতি মাসে আদায়কৃত বিলের টপশীট (ব্যবহারকারীর নাম ও পদবীসহ) হিসাব পরিচালক দফতর এবং বাসা বরাদ্দ কমিটি সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য, ইউটিলিটিস বিলসমূহ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড সিস্টেম চালু হলে সরাসরি বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রি-পেইডের মাধ্যমে বিল সমূহ পরিশোধ করবে।

ছ) বাসা ভাড়া কর্তনের বিষয়ে সরকার/বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/নির্দেশনা কার্যকর বলে গন্য হবে।

ধারা-২৫। কোয়ার্টার সংলগ্ন গ্যারেজ বরাদ্দ ঃ

(ক) কোয়ার্টারে বসবাসকারীর যদি গাড়ী থাকে তাহলে কোয়ার্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গ্যারেজ খালি থাকা সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া যাবে। গ্যারেজ বরাদ্দের জন্য রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে।
(খ) একের অধিক গ্যারেজ কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
(গ) ক্যাম্পাসের বাইরে বসবাসকারী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য গ্যারেজ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
(ঘ) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর গাড়ী না থাকা অবস্থায় গ্যারেজ বরাদ্দ/দখলে রাখতে পারবেন না।

ধারা-২৬। এ নীতিমালার কোন ধারাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

ধারা-২৭। কর্তৃপক্ষ সময় সময় এ বিষয়ে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংযোজন করবেন তাও কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

ডেপুটি রেজিস্ট্রার
এস্টেট এন্ড হাউজিং শাখা, রেজিস্ট্রার দফতর ও সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

সভাপতি
অফিসার্স এসোসিয়েশন ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

উপ-পরিচালক
অডিট সেল ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দফতর ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

পরিচালক
হিসাব (ভারপ্রাপ্ত) ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

সভাপতি
শিক্ষক সমিতি ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

প্রফেসর ড. পাজী মোঃ মহসীন
এগ্রিকালচার বিভাগ ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

রেজিস্ট্রার
নোবিপ্রবি ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

প্রফেসর ড. ফিরোজ আহমেদ
পরিচালক, আইআইএস, ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সেলিম হোসেন
ফার্মেসী বিভাগ ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

প্রফেসর ড. মোঃ মোহাম্মদ হানিফ
ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

কোষাধ্যক্ষ
নোবিপ্রবি ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।

উপ-উপাচার্য
নোবিপ্রবি ও আহ্বায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি, নোবিপ্রবি।